এম/এস শ্রী বিশাল প্রিন্টার্স লিমিটেড, জয়পুর

বনাম

আঞ্চলিক তহবিল কমিশনার, জয়পুর এবং আরেকজন

(২০১০ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৪৪৭৪)

সেপ্টেম্বর ১২,২০১৯

[সঞ্জয় কিষাণ কৌল এবং কে. এম. জোসেফ, বিচারপতিদ্বয়]

কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল এবং বিবিধ বিধান আইন, ১৯৫২:

ধারা ১৬, ৭ক – কিছু প্রতিষ্ঠানে আইন প্রযোজ্য না হওয়া – তথ্যের ভিত্তিতে, তিনটি প্রতিষ্ঠান ধারা ১৬(১)(ঘ)-এর অধীনে অব্যাহতি চেয়েছিল যে আইন তাদের প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য হবে না – আঞ্চলিক ভবিষ্য তহবিল কমিশনারের আদেশ যে প্রতিষ্ঠানগুলি অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য নয় এই কারণে যে তারা কার্যকরভাবে একই মূল প্রতিষ্ঠানের অংশ – উক্ত আদেশ আপিল ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্টের একক বিচারক ও ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক বহাল রাখা হয় – আপিলে, রায়: তিনটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই কার্যকরী অখণ্ডতা এবং উদ্দেশ্যের সাধারণ ঐক্যের পরীক্ষা পূরণ করে, এবং তাৎক্ষণিক মামলার তথ্যে তা পূরণ করা হয়েছে – তারা বিভিন্ন আইনি সত্তা হতে পারে, বিভিন্ন পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডার রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হতে পারে, কিন্তু তিনটি সত্তার মধ্যে নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি এবং কার্যকারিতার অখণ্ডতা প্রদত্ত তথ্য থেকে বেশ স্পষ্ট – প্রতিটি তথ্য একা চূড়ান্ত না হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে, আঞ্চলিক ভবিষ্য তহবিল কমিশনার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় – উপরন্তু, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সঠিক দায়বদ্ধতার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এবং তা মূল কোম্পানির সাথে সহ-বিস্তৃত হবে – তিনটি প্রতিষ্ঠানের উপর খরচ আরোপ করা হয়, তবে বিভিন্ন পরিমাণে – শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭ – ধারা ২ক।

প্রকৃতি – আইনের আওতা থেকে অব্যাহতি – উদ্দেশ্য – রায়: আইন একটি কল্যাণমূলক আইন – আইনের কঠোরতা থেকে পাঁচ বছরের শৈশবকাল যা পরে তিন বছরে কমিয়ে আনা হয়েছিল, তা বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র নতুন প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি সময় প্রদান করা, এবং আইনের অধীনে দায় এড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরণের রুট তৈরি করার অনুমতি দেওয়া নয়।

আপিল খারিজ করে আদালত

স্থির করে: ১.১ ২০১০ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৪৪৭৫ বিসিসিএল, জয়পুর কর্তৃক দায়ের করা হয়েছে, যা একটি পৃথক আইনি সত্তা নয় বরং প্রকৃতপক্ষে মূল কোম্পানির একটি প্রতিষ্ঠা হিসাবে দাবি করা হয়েছিল, যদিও এটি জয়পুরে স্থাপন করা হয়েছিল। আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবীদের বিশ্বাস ছিল যে এই মামলার তথ্যই আঞ্চলিক ভবিষ্য তহবিল কমিশনারের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, কারণ তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল এবং বিবিধ বিধান আইন, ১৯৫২-এর বিধানের অধীনে প্রকৃতপক্ষে অব্যাহতি চাওয়া যায়নি। এর কারণ হল বিসিসিএল, জয়পুর একটি পৃথক আইনি সত্তা ছিল না, বরং সরাসরি মূল কোম্পানির অংশ ছিল। সুতরাং, মামলাটি সম্পূর্ণরূপে উক্ত আইনের ধারা ২ক-এর বিধান দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং অন্যান্য শহরে কেবল বিভাগ এবং শাখাগুলির অবস্থানের কারণে এই কোম্পানিকে অব্যাহতির সুবিধা দেওয়া যেত না।

১.২ ২০১০ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৪৪৭৬ এর ক্ষেত্রে, দুটি পক্ষের মধ্যে ২৫.৭.১৯৮৬ তারিখের চুক্তি, যার ভিত্তিতে ভবিষ্য তহবিল কমিশনার পদ্ধতি শুরু করেছিলেন, ১৩.১২.১৯৮৫ তারিখের পূর্বের একটি চুক্তির পরিবর্তে ছিল। এই চুক্তি সম্পাদনের জন্য ব্যবসার কারণ হিসাবে বিসিসিএল, মুম্বাই-এর দৈনিক সংবাদপত্র, অর্থাৎ দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া এবং নবভারত টাইমস-এর জয়পুর সংস্করণ প্রকাশনা শুরু করার কথা বলা হয়েছিল। চুক্তিটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে টিপিএইচএল জয়পুরে একটি অফিস খুলেছে, যেখানে এটি প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ কর্মী এবং সমস্ত অবকাঠামোগত, সচিবালয়, প্রশাসনিক এবং বিপণন সুবিধা সজ্জিত করেছে। ২৩.৯.১৯৮৫ থেকে, এটি বিসিসিএল, মুম্বাইকে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করে আসছে, যার মধ্যে ব্যবহার ও দখলের জন্য অফিসের স্থান, হিসাবরক্ষণ সুবিধা, স্টেনোগ্রাফার, টাইপিং ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। বিসিসিএল, মুম্বাইকে এখন আরও যে পরিষেবাগুলি প্রদান করার কথা ছিল তার মধ্যে রয়েছে বিপণন, উন্নয়ন কাজ, বকেয়া আদায়, পর্যাপ্ত অফিসের স্থান, হিসাবরক্ষণ সুবিধা, অবকাঠামো, দৈনিক সংবাদপত্র প্যাকিং/বান্ডিলিং (বিসিসিএল, মুম্বাই-এর খরচে) ইত্যাদি। বিসিসিএল, মুম্বাই টিপিএইচএল-কে নিট বিজ্ঞাপন রাজস্ব এবং নিট প্রচলন রাজস্বের উপর ৫% হারে কমিশন হিসাবে গণনা করা একটি পরিমাণ পরিশোধ করবে।

১.৩ একবার যখন এটা স্বীকার করা হয় যে বিসিসিএল, জয়পুর সত্যিই বিসিসিএল, মুম্বাই-এর একটি অংশ ছিল, তখন বিসিসিএল, মুম্বাই বা, সেইজন্য, বিসিসিএল, জয়পুরের সাথে অন্য দুটি প্রতিষ্ঠানের সংযোগ আরপিএফসি-এর আদেশে অন্তর্নিহিত ত্রুটির কারণ হবে না।

১.৪ তাৎক্ষণিক মামলায়, বিসিসিএল, মুম্বাই-এর একটি শাখা বা ইউনিট নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে না। সুতরাং, মালিকানা, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণের ঐক্যের পরীক্ষা সত্যিই প্রযোজ্য নাও হতে পারে, তবে প্রদত্ত বাস্তব পরিস্থিতিতে কার্যকরী অখণ্ডতা বা উদ্দেশ্যের সাধারণ ঐক্যের পরীক্ষা প্রযোজ্য হবে। কর্মসংস্থানের সরাসরি ঐক্য নেই। যাই হোক, যদি দুটি প্রতিষ্ঠানকে উক্ত আইনের বিধানের উদ্দেশ্যে একত্রিত করতে হয়, তবে বর্তমান তথ্যে কার্যকরী অখণ্ডতা বা উদ্দেশ্যের সাধারণ ঐক্যের পরীক্ষাই প্রয়োগ করতে হবে।

১.৫ দাখিল করা হয়েছিল যে দুটি কোম্পানি কার্যকরীভাবে নির্ভরশীল ছিল। কার্যত তিনটি কোম্পানি একই ভবন থেকে কাজ করছিল, যদিও বিভিন্ন তলায়, এবং টিপিএইচএল-এর অফিস বিসিসিএল, মুম্বাই-এর কর্মীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এটিও যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল যে বিসিসিএল, মুম্বাই-এর ম্যানেজার টিপিএইচএল সম্পর্কিত কাগজপত্র এবং মহাশিবরাত্রি ও হোলিতে দুটি অফিসের বন্ধের বিজ্ঞপ্তিগুলিতে স্বাক্ষর করছিলেন। তবে, প্রশ্নযুক্ত নথিগুলির পর্যালোচনা দেখায় যে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে টিপিএইচএল-এর প্রতি সমর্থন ছিল, যা স্বাভাবিক, কারণ বিসিসিএল, মুম্বাই-এর অফিস নিজেই বন্ধ থাকলে কাজের উৎসের কোনো প্রয়োজন হবে না এবং কোনো সম্পাদনা, বিপণন কাজ করার প্রয়োজন হবে না। নিরাপত্তা কর্মীদের বিষয়ে, যেহেতু ভবনটি একটি ছিল, তাই যৌক্তিকভাবে সাধারণ দিকনির্দেশনা সম্ভব ছিল। টিপিএইচএল-এর নির্বাহী বিসিসিএল, মুম্বাই-এর লেটারপ্যাড ব্যবহার করছিলেন। উপরন্তু, চুক্তির প্রকৃতি টিপিএইচএল কর্তৃক বিসিসিএল, মুম্বাই-এর সুবিধার জন্য স্থান এবং কর্মী উভয়ই উপলব্ধ করার ব্যবস্থা করেছিল। প্রতিষ্ঠানের খরচ, বিদ্যুতের বিল, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ইত্যাদি টিপিএইচএল বহন করবে। কার্যকরী অখণ্ডতা বা উদ্দেশ্যের সাধারণ ঐক্যের নিরিখে যদি উক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়, তবে চারটি ফোরামের যুক্তির সাথে দ্বিমত পোষণ করা কঠিন, যদি অসম্ভব না হয়।

সুতরাং টিপিএইচএল-এর মামলা খারিজ করার বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

১.৬ এসভিপিএল প্রাসঙ্গিক সময়ের জন্য শুধুমাত্র বিসিসিএল, মুম্বাই-এর জন্য একচেটিয়া কাজ করছিল, এই মর্মে আবেদন করা হয়েছিল যে দুটি কোম্পানির পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে কোনও সাধারণতা ছিল না, এমনকি কোনও ক্রস শেয়ারহোল্ডিংও ছিল না, যার জন্য চার্ট দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী ঘটনাটি ছিল যে, কোনও এক পর্যায়ে এটি অন্য একটি কোম্পানির সাথে একীভূত হয়েছিল। বিসিসিএল, মুম্বাই-এর সাথে ১.১০.১৯৮৫ তারিখের চুক্তি প্রসঙ্গে, দুটি সংবাদপত্রের জয়পুর সংস্করণ প্রকাশনা শুরু করার পর বিসিসিএল, মুম্বাই চুক্তিভিত্তিক ভিত্তিতে উক্ত সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য এসভিপিএল-এর কাছে গিয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসভিপিএল-কে বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ করতে হয়েছিল এবং সংবাদপত্র মুদ্রণ করতে হয়েছিল। বিসিসিএল, মুম্বাই কর্তৃক এসভিপিএল-কে প্রতিদিন ২৪,০০০/- টাকা হারে দুটি দৈনিক সংবাদপত্রের জন্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হত। মুদ্রণখানা অন্য কোথাও ছিল, তবে এসভিপিএল-এর ব্যবসায়িক কার্যালয়ও বিসিসিএল, জয়পুরের মতোই একই ভবনে অবস্থিত ছিল, যদিও ভিন্ন তলায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দুটি পক্ষের মধ্যে চুক্তিতে একটি 'অ-একচেটিয়া' ধারা ছিল। দুটি কোম্পানি পৃথক আইনি সত্তা, পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে কোনও সাধারণতা নেই, বা প্রত্যক্ষ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ নেই - এই বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ব্যালেন্স শীট এবং লাভ ও ক্ষতির হিসাবও আলাদা ছিল। আরেকটি বিষয় যা জোর দেওয়া হয়েছিল তা হল এসভিপিএল-এর মুদ্রণখানা সেই প্রাঙ্গণ থেকে আলাদা স্থানে অবস্থিত ছিল যেখানে প্রকৃতপক্ষে ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছিল, যদিও স্বাভাবিকভাবেই, ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ বিসিসিএল, মুম্বাই-এর মতোই একই প্রাঙ্গণ-এ অবস্থিত অফিস থেকে হত। তবে, এটি বিতর্কিত নয় যে এসভিপিএল তার নিজস্ব খরচে বিসিসিএল, মুম্বাই-কে সংবাদপত্র/মুদ্রণ সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য মুদ্রণখানার সংলগ্ন পর্যাপ্ত আচ্ছাদিত স্থান দিয়েছিল। মুদ্রণের জন্য এসভিপিএল-কে যে অর্থ প্রদান করা হচ্ছিল তার মধ্যে প্যাকেজিং এবং স্টোরেজ অপারেশনের জন্য উক্ত স্থান উপলব্ধ করার খরচ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১.৭ উত্তরদাতা কোম্পানিগুলির মধ্যে কার্যকরী নির্ভরতার উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বিসিসিএল-এর ম্যানেজারের এসভিপিএল সম্পর্কিত কাগজপত্র, বন্ধের বিজ্ঞপ্তি সহ, স্বাক্ষর করার বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। আবারও,

বিসিসিএল, মুম্বাই কর্তৃক এসভিপিএল-এর লেটারপ্যাডে আদেশ জারির বিষয়টি সাধারণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, যোগাযোগের প্রকৃতি এবং জারি করা আদেশগুলি থেকে বোঝা যায় যে তিনটিই একটি সংবাদপত্র প্রকাশের সাধারণ উদ্দেশ্যে কাজ করছিল। কার্যকরী অখণ্ডতার পরীক্ষার প্রয়োগ ব্যতীত এটি একা যথেষ্ট হত না, যা তাদের একই প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসাবে যুক্ত করেছিল।

১.৮ বিতর্কিত আদেশগুলিতে, এটি খুব স্পষ্ট নয় যে বিসিসিএল, মুম্বাই নাকি বিসিসিএল, জয়পুরের উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে, এর তেমন তাৎপর্য নেই কারণ বিসিসিএল, জয়পুর স্বীকৃতভাবে বিসিসিএল, মুম্বাই-এর একটি শাখা অফিস। তথ্যের সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপটে, তিনটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দিকগুলি পৃথক করার পরে, টিপিএইচএল-এর জন্য যে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে তার থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। এসভিপিএল এবং অন্য দুটি সত্তার কাজের প্রকৃতি কার্যকরী অখণ্ডতার পরীক্ষা পূরণ করে তা দেখায়। তারা বিভিন্ন আইনি সত্তা হতে পারে, বিভিন্ন পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডার রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হতে পারে, কিন্তু তিনটি সত্তার মধ্যে নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি এবং কার্যকারিতার অখণ্ডতা প্রদত্ত তথ্য থেকে বেশ স্পষ্ট। প্রতিটি তথ্য একা চূড়ান্ত না হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে, আরপিএফসি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। এটি করা হয়েছে, এই বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে যে আরপিএফসি-এর আদেশে নিঃসন্দেহে কিছু অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে, যা সর্বত্র নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে, আপিলকারীদের মামলা এই নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল যে এই তিনটি সত্তার সত্যিই বিসিসিএল, মুম্বাই-এর সাথে কোনও কার্যকরী অখণ্ডতা নেই। পরবর্তীতে যেমনটি উঠে এসেছে এবং আগে স্বীকার করা হয়েছে; বিসিসিএল, জয়পুর বিসিসিএল, মুম্বাই-এর একটি ইউনিট এবং অন্য দুটি ইউনিটের এমন সংযোগ এবং নিয়ন্ত্রণ রয়েছে যা কার্যকরী অখণ্ডতার পরীক্ষাকে সন্তুষ্ট করবে তাতে সামান্যই সন্দেহ আছে।

১.১০ উক্ত আইন একটি কল্যাণমূলক আইন হওয়ায়, আইনের কঠোরতা থেকে পাঁচ বছরের শৈশবকাল (যা পরে তিন বছরে কমিয়ে আনা হয়েছিল) বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র নতুন প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি সময় প্রদান করা, এবং উক্ত আইনের অধীনে দায় এড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরণের রুট তৈরি করার অনুমতি দেওয়া নয়।

১.১১ তিন আপিলকারীর ক্ষেত্রেই কার্যকরী অখণ্ডতা এবং উদ্দেশ্যের সাধারণ ঐক্যের পরীক্ষা পূরণ করে, এবং তাৎক্ষণিক মামলার তথ্যে তা পূরণ করা হয়েছে।

১.১২ আপিলকারীরা এই ধরনের দায়বদ্ধতার প্রশ্নে লঘুভাবে অব্যাহতি পাচ্ছে, যার সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। এই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা বিসিসিএল, মুম্বাই-এর সাথে সহ-বিস্তৃত হবে। তিন আপিলকারীর উপর খরচ আরোপ করা হয়েছে, তবে বিভিন্ন পরিমাণে। যেহেতু সিএ নং ৪৪৭৫/২০১০-এর আপিলকারী বিসিসিএল, জয়পুরের কোনও মামলাই ছিল না, তাই আপিলটি ৫০,০০০/- টাকা খরচের সাথে খারিজ করা হলো, এবং অন্য দুই আপিলকারীর উপর ২০,০০০/- টাকা করে খরচ আরোপ করা হলো।

এল.এন. গাদোডিয়া অ্যান্ড সন্স এবং আরেকজন বনাম আঞ্চলিক ভবিষ্য তহবিল কমিশনার (২০১১) ১৩ এসসিসি ৫১৭; ম্যানেজমেন্ট অফ প্রতাপ প্রেস, নিউ দিল্লি বনাম সচিব, দিল্লি প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, দিল্লি এবং এর কর্মীরা এআইআর ১৯৬০ এসসি ১২১৩; অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানিজ লিমিটেড, চাইবাসা সিমেন্ট ওয়ার্কস, ঝিনকপানি বনাম কর্মীরা এআইআর ১৯৬০ এসসি ৫৬ – উল্লেখিত।

মামলা প্রসঙ্গ

(২০১১) ১৩ এস সি সি ৫১৭	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১
এ আই আর ১৯৬০ এস সি ১২১৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৮
এ আই আর ১৯৬০ এস সি ৫৬	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৮

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১০ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৪৪৭৪।

রাজস্থান হাইকোর্টের জয়পুর বেঞ্চের ১১.০৪.২০০৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে, ২০০৭ সালের যা ডি.বি. দেওয়ানি বিশেষ আপিল (রিট) নং ১২২৯-এর সাথে সম্পর্কিত।

সাথে

২০১০ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৪৪৭৬, ৪৪৭৫।

ধ্রুব মেহতা, জয় দীপ গুপ্ত, প্রবীণ আইনজীবী, মণীশ কুমার শ্রীবাস্তব, কুমারী নিহারিকা খান্না, প্রবীণ আগরওয়াল, কে. দত্ত, আশীষ ভার্মা, প্রবীণ আগরওয়াল, অর্ণব সান্যাল, কুমারী আনন্দিতা, কেশব মোহন, ঋষি কে. অবস্থী, প্রশান্ত কুমার, পীযূষ চৌধুরী, কুমারী তারিণী সিনহা, সন্তোষ কুমার - ।, সুরেন্দ্র কুমার গুপ্ত, ভরত সিং, রাজ বাহাদুর যাদব, অরুণ কুমার যাদব, প্রমুখ উপস্থিত পক্ষগুলির আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেছিলেন

বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কৌল।

১. কল্যাণ অর্থনীতি, আলোকিত স্বার্থপরতা এবং ট্রেড ইউনিয়নের চাপের ফলে বৃহত্তর কারখানা এবং প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কর্মীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করে, যার মধ্যে ভবিষ্য তহবিলের মতো প্রকল্পও অন্তর্ভুক্ত ছিল[১]। তবে, বাজারে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ছোট কারখানা এবং প্রতিষ্ঠান আসার সাথে সাথে, এই নবীন ইউনিটগুলির কর্মীরা এই সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত ছিল। বাজারের সর্বত্র প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই সুবিধাগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, আইনসভা কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল এবং বিবিধ বিধান আইন, ১৯৫২ (যা এর পরে 'উক্ত আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) প্রণয়ন করে। আমাদের দেশে প্রচলিত কোনও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অনুপস্থিতিতে, সংগঠিত শিল্পগুলিতে শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদানের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে উক্ত আইনটি প্রণীত হয়েছিল। নতুন প্রতিষ্ঠানগুলির কোনও অসুবিধা এড়াতে, পাঁচ বছরের জন্য উক্ত আইনের আওতা থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়ার বিধান করা হয়েছিল। ১৯৮৮ সালে এই সময়কাল তিন বছরে কমিয়ে আনা হয়েছিল এবং ২২.৯.১৯৯৭ থেকে অব্যাহতি বিধানটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়েছিল।

২. উক্ত আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানটি নীচে উদ্ধৃত করা হলো:

"১৬. কিছু প্রতিষ্ঠানে আইন প্রযোজ্য না হওয়া। - (১) এই আইন প্রযোজ্য হবে না -

....

(ঘ) অন্য কোনো নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানে, উক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন হওয়ার তারিখ থেকে তিন বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা: সন্দেহের নিরসনের জন্য এতদ্বারা ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, কেবলমাত্র তার অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে কোনও প্রতিষ্ঠানকে নবনির্মিত বলে গণ্য করা হবে না।"

৩. বর্তমান আপিলগুলি এই অব্যাহতি বিধানের সাথে সম্পর্কিত, কারণ প্রশ্নযুক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠান উক্ত আইনের এই বিধানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে অব্যাহতি দাবি করেছে।

৪. আমাদের সামনে দায়ের করা তিনটি আপিল তিনটি লিমিটেড কোম্পানি কর্তৃক (দুটি পৃথক আইনি সত্তা এবং একটি, মূল কোম্পানির একটি

১ এল.এন. গাদোডিয়া অ্যান্ড সন্স এবং অন্যান্য বনাম আঞ্চলিক ভবিষ্য তহবিল কমিশনার, (২০১১) ১৩ এসসিসি ৫১৭

প্রতিষ্ঠা), যদিও তাদের অব্যাহতির বিষয়টি রাজস্থান আঞ্চলিক ভবিষ্য তহবিল কমিশনার (সংক্ষেপে 'আরপিএফসি') এর একটি সাধারণ আদেশ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এর কারণ হল, তিনটি প্রতিষ্ঠানকেই এই ভিত্তিতে অব্যাহতি প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে যে তারা কার্যকরভাবে একই মূল প্রতিষ্ঠানের অংশ, যা এম/এস বেনেট, কোলম্যান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড (সংক্ষেপে 'বিসিসিএল'), মুম্বাই। দেওয়ানী আপিল নং ৪৪৭৫/২০১০ বিসিসিএল, জয়পুর কর্তৃক দায়ের করা হয়েছে। আমরা উল্লেখ করতে পারি যে উক্ত কোম্পানি একটি পৃথক আইনি সত্তা নয় বরং প্রকৃতপক্ষে মূল কোম্পানির একটি প্রতিষ্ঠা হিসাবে দাবি করা হয়েছিল, যদিও এটি জয়পুরে স্থাপন করা হয়েছিল। দেওয়ানী আপিল নং ৪৪৭৬/২০১০ এম/এস টাইমস পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, জয়পুর (সংক্ষেপে 'টিপিএইচএল, জয়পুর') কর্তৃক দায়ের করা হয়েছে, যখন দেওয়ানী আপিল নং ৪৪৭৪/২০১০ এম/এস শ্রী বিশাল প্রিন্টার্স লিমিটেড, জয়পুর (সংক্ষেপে 'এসভিপিএল, জয়পুর') কর্তৃক দায়ের করা হয়েছে।

৫. বিতর্কটি কীভাবে ফলন হয়েছিল সে সম্পর্কে আমরা তথ্যগত প্রেক্ষাপট নিয়ে অগ্রসর হওয়ার আগে, এটি পরীক্ষা করা উপযুক্ত হবে যে কোন কাঠামোর মধ্যে এই দিকটি পরীক্ষা করতে হবে। উক্ত আইনের আরেকটি বিধান, ধারা ২ক, যা ১৯৬০ সালের ৪৬ নং আইন দ্বারা ৩১.১২.১৯৬০ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছিল, তা উল্লেখ করা উপযুক্ত হবে। আমরা উল্লেখ করতে পারি যে উক্ত আইনের অধীনে "প্রতিষ্ঠা" এর কোনও সংজ্ঞা নেই, এবং তাই, যে আইনশাস্ত্র উন্নত হয়েছে তা উক্ত উদ্দেশ্যে শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭ (সংক্ষেপে 'আইডি আইন') এর বিধানের আশ্রয় নিয়েছে। উক্ত আইনের ধারা ২ক নীচে উদ্ধৃত করা হলো:

"২ক. প্রতিষ্ঠানে সকল বিভাগ ও শাখা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। - সন্দেহের নিরসনের জন্য এতদ্বারা ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, যেখানে কোনও প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগ থাকে বা শাখা থাকে, সেগুলি একই স্থানে অবস্থিত হোক বা বিভিন্ন স্থানে, সেই সকল বিভাগ বা শাখাকে একই প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসাবে গণ্য করা হবে।"

৬. উপরোক্ত বিধানটি এই উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছিল যাতে কোনও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা তৈরি করে এবং তারপর সেগুলিকে নতুন প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখিয়ে অব্যাহতি চাওয়ার সম্ভাবনা রোধ করা যায়।

৭. নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে সত্যিই কোনও বিতর্ক নেই, কারণ পক্ষগুলির সকল বিজ্ঞ আইনজীবী, অর্থাৎ দেওয়ানী আপিল নং ৪৪৭৫/২০১০ এবং ৪৪৭৬/২০১০-এর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী জয়দীপ গুপ্ত এবং দেওয়ানী আপিল নং ৪৪৭৪/২০১০-এর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী ধ্রুব মেহতা, সেইসাথে বিভাগীয় আইনজীবী শ্রী কেশব মোহন, অ্যাডভোকেট সকলেই একই বিচারিক ঘোষণার উপর নির্ভর করেছেন। সুতরাং, প্রারম্ভিক পর্যায়ে আইনি দৃষ্টিকোণ স্থাপন করা উপযুক্ত হবে।

৮. প্রথম রায়টি হল ম্যানেজমেন্ট অফ প্রতাপ প্রেস, নিউ দিল্লি বনাম সচিব, দিল্লি প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, দিল্লি অ্যান্ড ইটস ওয়ার্কমেন[২]। বিরোধটি আইডি আইনের অধীনে ছিল এবং বর্তমান মামলার মতো একটি সংবাদপত্র প্রকাশনার সাথেও সম্পর্কিত ছিল। প্রতাপ প্রেসকে বীর অর্জুন এবং দৈনিক প্রতাপের মতো একই শিল্প ইউনিটের অংশ হিসাবে গণ্য করার চেষ্টা করা হয়েছিল। পরীক্ষাগুলি অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানিজ লিমিটেড, চাইবাসা সিমেন্ট ওয়ার্কস, ঝিনকপানি বনাম ওয়ার্কমেন[৩]-এর পূর্ববর্তী রায় থেকে নেওয়া হয়েছে এবং প্যারা ৫-এ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে:

"৫. অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোং, লিমিটেড বনাম ওয়ার্কমেন মামলায়, এই আদালতকে চাইবাসা সিমেন্ট ওয়ার্কসের শ্রমিকদের ছাঁটাই ক্ষতিপূরণের দাবির বিরুদ্ধে নিয়োগকর্তার প্রতিরক্ষা বিবেচনা করতে হয়েছিল যে ছাঁটাই প্রতিষ্ঠানের অন্য অংশে, অর্থাৎ রাজানকার চুনাপাথরের খাদানে ধর্মঘটের কারণে হয়েছিল। অন্য কথায়, প্রশ্ন ছিল শিল্প বিরোধ আইনের ধারা ২৫ই(iii)-এর অর্থে রাজানকার চুনাপাথরের খনি চাইবাসা সিমেন্ট ওয়ার্কস নামক প্রতিষ্ঠানের অংশ ছিল কিনা। এটি উল্লেখ করার সময় যে সমস্ত ক্ষেত্রে একটি পরম এবং অপরিবর্তনীয় পরীক্ষা হিসাবে কোনও একটি পরীক্ষা নির্ধারণ করা অসম্ভব, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে এই পরীক্ষাগুলির আসল উদ্দেশ্য হবে অংশ, শাখা, ইউনিট ইত্যাদির মধ্যেকার আসল সম্পর্ক খুঁজে বের করা। তবে এই আদালত কিছু পরীক্ষার উল্লেখ করেছে যা দুটি ইউনিট একই প্রতিষ্ঠানের অংশ কিনা তা নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে। মালিকানার ঐক্য, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ঐক্য, অর্থের ঐক্য এবং শ্রমের ঐক্য, কর্মসংস্থানের ঐক্য এবং কার্যকরী "অখণ্ডতা"র ঐক্য ছিল সেই পরীক্ষাগুলি যা আদালত সেই মামলায় প্রয়োগ করেছিল। এটি স্পষ্টতই একটি অপরিহার্য পার্থক্য রয়েছে ২৫ঙ(iii) ধারার উদ্দেশ্যে দুটি ইউনিট একটি প্রতিষ্ঠানের অংশ কিনা এবং একটি ইউনিটের শ্রমিকদের বোনাস বিতরণের জন্য উদ্‌বৃত্ত মুনাফা গণনার উদ্দেশ্যে তারা একটি একক শিল্পের অংশ কিনা তার মধ্যে। তবুও সেই মামলার পরীক্ষাগুলির তালিকা থেকে কিছু সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। এই সমস্ত পরীক্ষার মধ্যে কার্যকরী "অখণ্ডতা" এবং অর্থ ও কর্মসংস্থান এবং শ্রমের ঐক্যের প্রশ্নটি আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। মালিকানার ঐক্য স্বতঃসিদ্ধভাবে বিদ্যমান। যেখানে দুটি ইউনিট একজন মালিকের অন্তর্গত, সেখানে প্রায়শই ব্যবস্থাপনার ঐক্যের সম্ভাবনাও থাকে। এই ধরনের সমস্ত ক্ষেত্রে তাই আদালতকে

২ এ আই আর ১৯৬০ এস সি ১২১৩

৩ এ আই আর ১৯৬০ এস সি ৫৬

সাবধানে বিবেচনা করতে হবে কতটা "কার্যকরী অখণ্ডতা" রয়েছে, যার অর্থ এমন কার্যকরী আন্তঃনির্ভরতা যে একটি ইউনিট অন্যটি ছাড়া সুবিধাজনকভাবে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে টিকে থাকতে পারে না এবং আরও প্রশ্ন হল অর্থ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা প্রকৃতপক্ষে দুটি ইউনিটকে স্বতন্ত্র রেখেছেন নাকি একত্রিত করেছেন।"

৯. এই উদ্দেশ্যে নির্ভর করা দ্বিতীয় রায়টি হল এল.এন. গাদোডিয়া অ্যান্ড সন্স এবং অন্যান্য বনাম আঞ্চলিক ভবিষ্য তহবিল কমিশনার[৪]। এই মামলাটি উক্ত আইন এবং যে প্রশ্নটি উঠেছিল তা হল, বিভিন্ন অন্তর্ভুক্তির তারিখ সহ দুটি সিস্টার কনসার্নকে দুটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা যায় কিনা। উক্ত উদ্দেশ্যে অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানিজ লিমিটেড[৫] এবং ম্যানেজমেন্ট অফ প্রতাপ প্রেস, নিউ দিল্লি[৬]-এর রায় উল্লেখ করা হয়েছিল। এই মামলার ১৬ নং অনুচ্ছেদে, অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানিজ৭-এর ১১ নং অনুচ্ছেদে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু নিম্নরূপ উদ্ধৃত করা হয়েছে:

"...১১. ...সাধারণ শিল্প বা ব্যবসার অর্থে 'একটি প্রতিষ্ঠান' তাহলে কী? ...সম্ভবত, সমস্ত ক্ষেত্রে একটি পরম এবং অপরিবর্তনীয় পরীক্ষা হিসাবে কোনও একটি পরীক্ষা নির্ধারণ করা অসম্ভব। এই পরীক্ষাগুলির আসল উদ্দেশ্য হল অংশ, শাখা, ইউনিট ইত্যাদির মধ্যেকার আসল সম্পর্ক খুঁজে বের করা। যদি তাদের আসল সম্পর্কে তারা একটি সমন্বিত সম্পূর্ণ গঠন করে, তবে আমরা বলি যে প্রতিষ্ঠানটি একটি; যদি বিপরীতভাবে তারা একটি সমন্বিত সম্পূর্ণ গঠন না করে, তবে প্রতিটি ইউনিট একটি পৃথক ইউনিট। ইউনিটগুলির মধ্যে সম্পর্ক কীভাবে বিচার করা হবে তা প্রমাণিত তথ্যের উপর নির্ভর করবে, বেকারত্ব ক্ষতিপূরণের অধিকার প্রদানকারী এবং তার জন্য অযোগ্যতা নির্ধারণকারী আইনের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য বিবেচনা করে। সুতরাং, একটি ক্ষেত্রে মালিকানা, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণের ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হতে পারে; অন্য ক্ষেত্রে কার্যকরী অখণ্ডতা বা সাধারণ ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হতে পারে; এবং অন্য আরেকটি ক্ষেত্রে, কর্মসংস্থানের ঐক্য গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, বহু সংখ্যক ক্ষেত্রে একই সময়ে একাধিক পরীক্ষা বিবেচনার জন্য আসতে পারে। এই পরীক্ষাগুলি প্রয়োগের অসুবিধা আধুনিক শিল্প সংগঠনের জটিলতার কারণে উদ্ভূত হয়; অনেক

৪ (২০১১) ১৩.এস সি সি ৫১৭
৫ (উপরোক্ত)
৬ (উপরোক্ত)
৭ (উপরোক্ত)

উদ্যোগের পৃথক মালিকানাধীন কারখানাগুলির মধ্যে কার্যকরী অখণ্ডতা থাকতে পারে; কিছু একই মালিকানার ইউনিট বা কারখানাগুলির সাথে আংশিকভাবে এবং স্বাধীনভাবে মালিকানাধীন কারখানা বা প্ল্যান্টগুলির সাথে আংশিকভাবে সমন্বিত হতে পারে।"

১০. এরপর, কিছু পরবর্তী রায়ের আলোচনা করার সময়, নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করা হয়েছিল:

"১৮. তদনুসারে, বিশেষ মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করে, কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলিকে একটি প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল, যেখানে অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে সেগুলিকে তা গণ্য করা হয়নি। রেগ্ন. প্রভিডেন্ট ফান্ড কম্‌ম্র. বনাম ধরমসি মোরারজি কেমিক্যাল কোং লি. [(১৯৯৮) ২ এসসিসি ৪৪৬]-এ রিপোর্ট করা হয়েছে এবং রেগ্ন. প্রভিডেন্ট ফান্ড কম্‌ম্র. বনাম রাজ'স কন্টিনেন্টাল এক্সপোর্টস (পি) লি. [(২০০৭) ৪ এসসিসি ২৩৯]-এ রিপোর্ট করা হয়েছে এমন দুটি মামলা যেখানে দুটি ইউনিটকে স্বাধীন বলে গণ্য করা হয়েছিল। ধরমসি মোরারজি উপরোক্ত মামলায়, আপিলকারী কোম্পানি ১৯২১ সাল থেকে মহারাষ্ট্রের থানে জেলার আম্বরনাথে সার উৎপাদনকারী একটি কারখানা চালাচ্ছিল। আপিলকারী ১৯৭৭ সালে পার্শ্ববর্তী জেলায় জৈব রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য পৃথক শ্রমিক, পৃথক লাভ-ক্ষতির হিসাব, পৃথক কারখানা ব্যবস্থাপক, প্ল্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট এবং কারখানা আইনের অধীনে পৃথক নিবন্ধন সহ আরেকটি কারখানা স্থাপন করে। ভবিষ্য তহবিল আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে দুটিকে পৃথক বলে গণ্য করা হয়েছিল। রাজ'স কন্টিনেন্টাল এক্সপোর্ট উপরোক্ত মামলায়, ধরমসি মোরারজি-কে অনুসরণ করা হয়েছিল কারণ দুটি সত্তার কারখানা আইন, ১৯৪৮, কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর আইন, ১৯৫৬, আয়কর আইন, ১৯৬১, কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বীমা আইন, ১৯৪৮-এর অধীনে পৃথক নিবন্ধন, পৃথক ব্যালেন্স শীট এবং নিরীক্ষিত বিবৃতি এবং তাদের অধীনে কর্মরত পৃথক কর্মচারী ছিল।

১৯. এর বিপরীতে রাজস্থান প্রেম কিষাণ গুডস ট্রান্সপোর্ট কোং বনাম রেগ্ন. প্রভিডেন্ট ফান্ড কম্‌ম্র. [(১৯৯৬) ৯ এসসিসি ৪৫৪]-এ রিপোর্ট করা হয়েছে এবং রেগ্ন. প্রভিডেন্ট ফান্ড কম্‌ম্র., বনাম নারায়ণী উদ্যোগ [(১৯৯৬) ৫ এসসিসি ৫২২]-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলিকে একই প্রতিষ্ঠানের ইউনিট হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। রাজস্থান প্রেম কিষাণ গুডস ট্রান্সপোর্ট কোং উপরোক্ত মামলায় দুটি সত্তা কর্তৃক চালিত ট্রাকগুলির মালিকানা তাদের অংশীদারদের ছিল, তেরোজন অংশীদারের মধ্যে দশজন সাধারণ ছিল, ব্যবসার স্থান সাধারণ ছিল, ব্যবস্থাপনা সাধারণ ছিল, লেটারহেডে একই টেলিফোন নম্বর ছিল। নারায়ণী উদ্যোগ উপরোক্ত মামলায় দুটি সত্তা তিনটি

কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে পৃথক ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে অবস্থিত ছিল কিন্তু একই হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্যদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হত। তাদের নতুন দিল্লিতে একটি সাধারণ প্রধান কার্যালয়, বোম্বাইতে সাধারণ শাখা এবং কোটায় সাধারণ টেলিফোন ছিল। দুটি সত্তার হিসাব একই কেরানিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হত। কারখানা আইন, বিক্রয় কর আইন এবং ইএসআই আইনের অধীনে পৃথক নিবন্ধনকে অপ্রাসঙ্গিক বলে গণ্য করা হয়েছিল এবং দুটি ইউনিটকে ভবিষ্য তহবিল আইনের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল।"

১১. এখন আমাদের সামনে থাকা মামলাগুলির তথ্যের দিকে তাকালে, আমরা শুরুতেই উল্লেখ করতে পারি যে দেওয়ানী আপিল নং ৪৪৭৫/২০১০ আমাদের সামনে তেমনভাবে উত্থাপন করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, আমরা যে ধারণা পেয়েছি তা হল আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবীদের বিশ্বাস ছিল যে এই মামলার তথ্যই আরপিএফসি-এর মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে, কারণ তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই ক্ষেত্রে উক্ত আইনের বিধানের অধীনে প্রকৃতপক্ষে অব্যাহতি চাওয়া যায়নি। এর কারণ হল বিসিসিএল, জয়পুর একটি পৃথক আইনি সত্তা ছিল না, বরং সরাসরি মূল কোম্পানির অংশ ছিল। সুতরাং, মামলাটি সম্পূর্ণরূপে উক্ত আইনের ধারা ২ক-এর বিধান দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং অন্যান্য শহরে কেবল বিভাগ এবং শাখাগুলির অবস্থানের কারণে এই কোম্পানিকে অব্যাহতির সুবিধা দেওয়া যেত না। সুতরাং, এই আপিল, যেকোনো ক্ষেত্রেই, ব্যর্থ হতে বাধ্য।

১২. ২০১০ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৪৪৭৬ এর ক্ষেত্রে, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী দুটি পক্ষের মধ্যেকার প্রশ্নযুক্ত চুক্তির বিধানগুলির উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন, যার ভিত্তিতে ভবিষ্য তহবিল কমিশনার পদ্ধতি শুরু করেছিলেন। এই চুক্তিটি ২৫.৭.১৯৮৬ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। মনে হচ্ছে এই চুক্তিটি ১৩.১২.১৯৮৫ তারিখের পূর্বের একটি চুক্তির পরিবর্তে ছিল। এই চুক্তি সম্পাদনের জন্য ব্যবসার কারণ হিসাবে বিসিসিএল, মুম্বাই-এর দৈনিক সংবাদপত্র, অর্থাৎ দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া এবং নবভারত টাইমস-এর জয়পুর সংস্করণ প্রকাশনা শুরু করার কথা বলা হয়েছিল।

১৩. চুক্তিটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে টিপিএইচএল ৮-৯, অনুপম চেম্বারস, টঙ্ক রোড, জয়পুরে একটি অফিস খুলেছে, যেখানে এটি প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ কর্মী এবং সমস্ত অবকাঠামোগত, সচিবালয়, প্রশাসনিক এবং বিপণন সুবিধা সজ্জিত করেছে। ২৩.৯.১৯৮৫ থেকে, এটি বিসিসিএল, মুম্বাইকে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করে আসছে, যার মধ্যে ব্যবহার ও দখলের জন্য অফিসের স্থান, হিসাবরক্ষণ সুবিধা, স্টেনোগ্রাফার, টাইপিং ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। বিসিসিএল, মুম্বাইকে এখন আরও যে পরিষেবাগুলি প্রদান করার কথা ছিল তার মধ্যে রয়েছে বিপণন, উন্নয়ন কাজ, বকেয়া আদায়,

পর্যাপ্ত অফিসের স্থান, হিসাবরক্ষণ সুবিধা, অবকাঠামো, দৈনিক সংবাদপত্র প্যাকিং/বান্ডিলিং (বিসিসিএল, মুম্বাই-এর খরচে) ইত্যাদি। চুক্তির ১(ছ) ধারায় নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে:

"১. 'টিপিএইচ' ১লা আগস্ট, ১৯৮৬ থেকে 'বেনেট'-কে নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি প্রদান করবে:-

....

(ছ) 'টিপিএইচ' কর্তৃক নিযুক্ত সকল কর্মী 'বেনেট' কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশাবলী পালন করবে এবং কাজের সমস্যা দেখা দিলে; 'বেনেট'-এর অনুরোধে 'টিপিএইচ' সমস্যাগুলি সমাধান করবে। টিপিএইচ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মীদের 'বেনেট'-এর কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা হবে না বরং তারা 'টিপিএইচ'-এর কর্মী হিসাবে থাকবে এবং 'টিপিএইচ' কর্মীদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।"

১৪. বিসিসিএল, মুম্বাই টিপিএইচএল-কে নিট বিজ্ঞাপন রাজস্ব এবং নিট প্রচলন রাজস্বের উপর ৫% হারে কমিশন হিসাবে গণনা করা একটি পরিমাণ পরিশোধ করবে।

১৫. তিনটি প্রতিষ্ঠানকেই উক্ত আইনের বিধান মেনে চলার জন্য আহ্বান জানানোর পর, তারা সকলেই উক্ত আইনের ধারা ১৬(১)(ঘ)-এর অধীনে অব্যাহতি চেয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে, আরপিএফসি উক্ত আইনের অধীনে পদ্ধতি শুরু করে এবং ২৮.১০.১৯৮৭ তারিখে উক্ত আইনের ধারা ৭ক-এর অধীনে একটি নোটিশ জারি করে। এরপর পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হয় এবং আরপিএফসি ৪.১০.১৯৯০ তারিখে তিনটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই একটি সাধারণ আদেশ প্রদান করে, এই মর্মে যে তারা অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য নয়। কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল আপিল ট্রাইব্যুনালের কাছে তিনটি প্রতিষ্ঠানের দায়ের করা আপিলও ব্যর্থ হয়, কারণ এটি ১০.১০.১৯৯৭ তারিখে খারিজ হয়ে যায়। একই পরিণতি হয় বিজ্ঞ একক বিচারকের কাছে ২০.১২.২০০৬ তারিখের আদেশে এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের কাছে ১১.৪.২০০৮ তারিখে। সুতরাং, কার্যত চারটি ফোরাম এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই মামলাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করেছে।

১৬. টিপিএইচএল-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী জয়দীপ গুপ্ত অবশ্য যুক্তি দিয়েছিলেন যে আরপিএফসি-এর আদেশে যে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল তা হল তিনটি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির তথ্যগুলির জগাখিচুড়ি, এবং তারপর, উক্ত আদেশের উপর তাদের অনুমোদন দেওয়া ছাড়া কোনও ফোরামের সামনে প্রকৃতপক্ষে কোনও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, হাইকোর্ট কার্যত বিষয়টি খতিয়ে দেখতে অস্বীকার করেছিল কারণ দুটি ফোরাম ইতিমধ্যেই সেই দিকটি খতিয়ে দেখেছে।

১৭. টিপিএইচএল-এর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী আরপিএফসি, রাজস্থানের আদেশটি আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, কারণ তার মতে, সেটিই ছিল মূল আদেশ যা দেখায় যে শুরু থেকেই তিনটি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত তথ্যগুলি মেশানোর কারণে একটি সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের বিসিসিএল, মুম্বাই-এর সাথে সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল এবং বিসিসিএল, জয়পুরের সাথে সংযোগের ভিত্তিতে এটি তৈরি করা যায়নি, যেমনটি করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

১৮. আমরা এই পর্যায়ে উল্লেখ করতে পারি যে যদিও, নীতিগতভাবে, এই প্রস্তাবের উপর কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না, এটি আমাদের কাছে তেমন আকর্ষণীয় মনে হয় না কারণ এটি অন্তর্নিহিতভাবে এই ভিত্তিতে অনুমান করা হয়েছিল যে বিসিসিএল, জয়পুর একটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল। একবার যখন এটি স্বীকার করা হয় যে তা নয়, তখন বিসিসিএল, জয়পুর সত্যিই বিসিসিএল, মুম্বাই-এর একটি অংশ ছিল। সুতরাং, আরপিএফসি-এর আদেশে বিসিসিএল, মুম্বাই বা, সেইজন্য, বিসিসিএল, জয়পুরের সাথে অন্য দুটি প্রতিষ্ঠানের সংযোগ অন্তর্নিহিত ত্রুটির কারণ হবে না।

১৯. বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলির উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন যার কারণে এটি বলা যায় না যে দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনও সরাসরি সংযোগ ছিল, অর্থাৎ বিসিসিএল, জয়পুর এবং টিপিএইচএল। এই তথ্যগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল যে এগুলি তৎকালীন কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে দুটি পৃথক নিবন্ধিত কোম্পানি, পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে কোনও সাধারণতা নেই এবং কোনও প্রত্যক্ষ আর্থিক ঐক্য নেই। ব্যালেন্স শীট এবং লাভ ও ক্ষতির হিসাব আলাদা, এবং দুটি সত্তার স্বাধীন ও পৃথক কর্মচারীদের বিভিন্ন সংখ্যা ছিল, বিসিসিএল, মুম্বাই এবং টিপিএইচএল বা, সেইজন্য, বিসিসিএল, জয়পুর এবং টিপিএইচএল-এর মধ্যে কর্মীদের কোনও আন্তঃ-হস্তান্তর ছিল না।

২০. অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানি মামলার[৮] নীতিগুলির মধ্যে যদি উপরোক্ত তথ্যগত প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা হয়, তবে এটি স্পষ্ট যে প্রতিটি মামলার তথ্যগত প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন প্যারামিটার রয়েছে, যা পরীক্ষা করতে হবে। নিঃসন্দেহে আমরা এই মামলায় বিসিসিএল, মুম্বাই-এর কোনও শাখা বা ইউনিটের সাথে মোকাবিলা করছি না। সুতরাং, মালিকানা, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণের ঐক্যের পরীক্ষা সত্যিই প্রযোজ্য নাও হতে পারে, তবে প্রদত্ত বাস্তব পরিস্থিতিতে কার্যকরী অখণ্ডতা বা উদ্দেশ্যের সাধারণ ঐক্যের পরীক্ষা প্রযোজ্য হবে। কর্মসংস্থানের সরাসরি ঐক্য নেই। যাই হোক, যদি দুটি প্রতিষ্ঠানকে উক্ত

৮ এ আই আর ১৯৬০ এস সি ৫৬

আইনের বিধানের উদ্দেশ্যে একত্রিত করতে হয়, তবে বর্তমান তথ্যে কার্যকরী অখণ্ডতা বা উদ্দেশ্যের সাধারণ ঐক্যের পরীক্ষাই প্রয়োগ করতে হবে।

২১. আমরা উল্লেখ করতে পারি যে আপিলকারীর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর একটি যুক্তি আউটসোর্সিং-এর ব্যবসায়িক মডেলের উপর ভিত্তি করে ছিল এবং এটি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল যে যদি কাজের একটি দিক অন্য কোনও কোম্পানির কাছে আউটসোর্স করা হয়, তবে তা উপরোক্ত পরীক্ষাগুলি পূরণ করবে না। তবে, আমরা বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীকে উল্লেখ করেছিলাম যে আউটসোর্সিং-এর ব্যবসায়িক মডেলের ইতিহাস তেমন পুরনো নয় বা আমরা যে সময়কাল নিয়ে আলোচনা করছি তার ক্ষেত্রে তেমন প্রচলিত ছিল না; বরং এটি একটি অপেক্ষাকৃত নতুন ঘটনা এবং তাই, সেই নীতিটি আমরা যে সময়কালের সাথে সম্পর্কিত তার জন্য কোনও সংযোগের প্রকৃতি পরীক্ষার জন্য সত্যিই প্রযোজ্য হবে না।

২২. প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জোর দিয়েছিলেন যে দুটি কোম্পানি কার্যকরীভাবে নির্ভরশীল ছিল। প্রকৃতপক্ষে, যা উল্লেখ করা হয়েছিল তা হল কার্যত তিনটি কোম্পানি একই ভবন থেকে কাজ করছিল, যদিও বিভিন্ন তলায়, এবং টিপিএইচএল-এর অফিস বিসিসিএল, মুম্বাই-এর কর্মীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এটিও যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল যে বিসিসিএল, মুম্বাই-এর ম্যানেজার শ্রী সুনীল গুপ্ত টিপিএইচএল সম্পর্কিত কাগজপত্র স্বাক্ষর করছিলেন এবং এর উদাহরণ হিসাবে মহাশিবরাত্রি ও হোলিতে দুটি অফিসের বন্ধের বিজ্ঞপ্তিগুলির কথা বলা হয়েছিল। তবে, প্রশ্নযুক্ত নথিগুলির পর্যালোচনা দেখায় যে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে টিপিএইচএল-এর প্রতি সমর্থন ছিল, যা স্বাভাবিক, কারণ বিসিসিএল, মুম্বাই-এর অফিস নিজেই বন্ধ থাকলে কাজের উৎসের কোনও প্রয়োজন হবে না এবং কোনও সম্পাদনা, বিপণন কাজ করার প্রয়োজন হবে না। একইভাবে, নিরাপত্তা কর্মীদের বিষয়ে, যেহেতু ভবনটি একটি ছিল, তাই আবারও, যৌক্তিকভাবে সাধারণ দিকনির্দেশনা সম্ভব ছিল। তবে, যা আরও জোর দেওয়া হয়েছিল তা হল টিপিএইচএল-এর নির্বাহী বিসিসিএল, মুম্বাই-এর লেটারপ্যাড ব্যবহার করছিলেন।

২৩. আমাদের মতে, প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যে গুরুত্বপূর্ণ দিকটির উপর জোর দিয়েছিলেন তা হল চুক্তির প্রকৃতি যা টিপিএইচএল কর্তৃক বিসিসিএল, মুম্বাই-এর সুবিধার জন্য স্থান এবং কর্মী উভয়ই উপলব্ধ করার ব্যবস্থা করেছিল। প্রতিষ্ঠানের খরচ, উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুতের বিল, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ইত্যাদি টিপিএইচএল বহন করবে।

২৪. কার্যকরী অখণ্ডতা বা উদ্দেশ্যের সাধারণ ঐক্যের নিরিখে যদি আমরা উপরোক্ত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করি, তবে চারটি ফোরামের যুক্তির সাথে দ্বিমত পোষণ করা কঠিন,

যদি অসম্ভব না হয়, যাদের রায় আমাদের সামনে বিরোধ করা হচ্ছে।

২৫. আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী ম্যানেজমেন্ট অফ প্রতাপ প্রেস মামলার[৯] রায়ের উপর নির্ভর করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে অনুরূপ তথ্যের ক্ষেত্রে, বিপরীত রায় দেওয়া হয়েছিল এবং ইউনিটগুলিকে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। উক্ত রায় পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে যদিও তারা সকলেই একই ধরনের ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিল, প্রেস এবং সংবাদপত্রের কার্যাবলী এত আন্তঃনির্ভরশীল বলে গণ্য করা হয়নি যে একটি অন্যটি ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। প্রেস ইউনিটের কার্যকলাপ কাগজ ইউনিটের কার্যকলাপ থেকে স্বাধীন বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং ট্রাইব্যুনালের মতামত, যে তারা দুটি স্বতন্ত্র এবং পৃথক শিল্প ইউনিট, তাতে হস্তক্ষেপ করার মতো কিছু পাওয়া যায়নি।

২৬. উপরোক্ত রায়ে কার্যকরী অখণ্ডতার পরীক্ষাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে জোর দেওয়া হয়েছিল এবং মতামত দেওয়া হয়েছিল যে মালিকানার ঐক্য স্বতঃসিদ্ধভাবে বিদ্যমান।

২৭. তবে, আমরা আপিলকারীর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর যুক্তির সাথে একমত হতে পারছি না কারণ বর্তমান মামলায় প্রশ্নযুক্ত চুক্তির অধীনে যা কার্যকরভাবে করা হয়েছে তা হল, টিপিএইচএল তার অফিসের স্থান, কর্মচারী এবং নিয়ন্ত্রণ বিসিসিএল, মুম্বাই-এর কাছে হস্তান্তর করেছে, কার্যত সকল উদ্দেশ্যের জন্য, এতটাই যে লেটার প্যাডগুলিও যথাযথ বিবেচনা ছাড়াই ব্যবহার করা হচ্ছে যে কোন সত্তা থেকে নির্দেশাবলী জারি করা হচ্ছে। এটি একটি একক নথি জারির বিষয় নয়, তবে একাধিক নথি যেখানে এই অনুশীলন অনুসরণ করা হয়েছে। কাগজে-কলমে কোনওভাবে শ্রম আইনের বিভিন্ন প্রভাবের জন্য এই দুটিকে পৃথক রাখার চেষ্টা করা, গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত নীতি হবে না, বিশেষত যে উদ্দেশ্যে উক্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল তা বিবেচনায় নিয়ে।

২৮. সুতরাং, টিপিএইচএল-এর মামলাও খারিজ করার বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই।

২৯. এখন এসভিপিএল-এর দেওয়ানী আপিল নং ৪৪৭৪/২০১০-এর দিকে তাকালে, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী ধ্রুব মেহতা, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী জয়দীপ গুপ্তের যুক্তি গ্রহণ করে, সম্ভবত ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একই বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

৩০. বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে যেহেতু উক্ত আইনের বিধানের অধীনে "প্রতিষ্ঠা" সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে,

৯ (উপরোক্ত)

উক্ত উদ্দেশ্যে আইডি আইনের বিধানের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞ একক বিচারক এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ উভয়ের গৃহীত পদ্ধতির প্রেক্ষাপটে, এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে আরপিএফসি এবং আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়ার কারণে, প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি খতিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই - এই ব্যাপক নীতির ভিত্তিতে তাদের কেবল পিটিশনগুলি খারিজ করা উচিত হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে তিনি অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোম্পানি[১০] মামলার রায়ের প্রতি, বিশেষ করে ৯ এবং ১১ নং অনুচ্ছেদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আইডি আইনের অধীনে শিল্প ট্রাইব্যুনাল, তথ্যের চূড়ান্ত আদালত হওয়ায়, আইডি আইনের ২৫-ই(iii) ধারার প্রেক্ষাপটে "প্রতিষ্ঠানের অন্য অংশে" অভিব্যক্তিটির উল্লেখ করার সময় বিতর্কিত হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে মতামত দেওয়া হয়েছিল যে এই প্রশ্নটিকে তথ্যের একটি বিশুদ্ধ প্রশ্ন হিসাবে গণ্য করা যায় না কারণ এতে এমন পরীক্ষাগুলির বিবেচনা জড়িত যা নির্ধারণ করে যে একটি বিশেষ ইউনিট বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের অংশ কিনা। সুতরাং, বলা হয়েছিল যে "প্রকৃতপক্ষে, এটি সত্য যে পরীক্ষাগুলি প্রয়োগের জন্য কিছু প্রাথমিক তথ্য খুঁজে বের করতে হবে; তবে এর থেকে প্রাপ্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেবল তথ্যের প্রশ্ন নয়।"

৩১. বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে, সত্যিই নির্দিষ্ট পরীক্ষার অভাবের সমস্যা সম্পর্কে, ১১ নং অনুচ্ছেদে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে বেশ কয়েকটি পরীক্ষার আশ্রয় নেওয়া দরকার, বিশেষ করে যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। এই অনুচ্ছেদটি আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি।

৩২. মামলার তথ্যের ভিত্তিতে বলা হয়েছিল যে এসভিপিএল ২০.৬.১৯৮৪ তারিখে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং ১.১০.১৯৮৫ তারিখে প্রশ্নযুক্ত চুক্তিতে প্রবেশ করেছিল। এটি ৩১.১২.১৯৮৬ তারিখে অব্যাহতি দাবি করেছিল এবং ২৪.২.১৯৮৮ থেকে ভবিষ্য তহবিল অবদান রেখে আসছে। যদিও এটি বিতর্কিত ছিল না যে উক্ত কোম্পানি, প্রাসঙ্গিক সময়ের জন্য, কেবলমাত্র বিসিসিএল, মুম্বাই-এর জন্য একচেটিয়া কাজ করছিল, তবে আবেদন করা হয়েছিল যে দুটি কোম্পানির পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে কোনও সাধারণতা ছিল না, এমনকি কোনও ক্রস শেয়ারহোল্ডিংও ছিল না, যার জন্য চার্ট দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তী ঘটনাটি ছিল যে, কোনও এক পর্যায়ে এটি অন্য একটি কোম্পানির সাথে একীভূত হয়েছিল, অর্থাৎ এম/এস রঘুবর ইন্ডিয়া লিমিটেড।

৩৩. এখন বিসিসিএল, মুম্বাই-এর সাথে ১.১০.১৯৮৫ তারিখের চুক্তি পরীক্ষা করলে দেখা যায়, বিসিসিএল, মুম্বাই দুটি সংবাদপত্রের জয়পুর সংস্করণ প্রকাশনা শুরু করার পর চুক্তিভিত্তিক ভিত্তিতে উক্ত সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য এসভিপিএল-এর কাছে গিয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসভিপিএল-কে বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ করতে হয়েছিল এবং

১০ (উপরোক্ত)

সংবাদপত্র মুদ্রণ করতে হয়েছিল। বিসিসিএল, মুম্বাই কর্তৃক এসভিপিএল-কে প্রতিদিন ২৪,০০০/- টাকা হারে দুটি দৈনিক সংবাদপত্রের জন্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হত। মুদ্রণখানা অন্য কোথাও ছিল, তবে এসভিপিএল-এর ব্যবসায়িক কার্যালয়ও বিসিসিএল, জয়পুরের মতোই একই ভবনে অবস্থিত ছিল, যদিও ভিন্ন তলায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যে ধারাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, যা দেখায় যে লেনদেনের কোনও একচেটিয়াতা ছিল না, তার মধ্যে ২৮ নং ধারাটি নিম্নরূপ:

"২৮. 'শ্রী বিশাল' অন্য কোনো পক্ষ/পক্ষদের কাছ থেকে সংবাদপত্র/পত্রিকা মুদ্রণের জন্য অন্য কোনো চুক্তি করতে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে, তবে শর্ত থাকে যে এটি 'বেনেট'-এর দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সময়মত মুদ্রণ নিশ্চিত করে এবং এই চুক্তির ৩২ নং ধারা মেনে চলে।"

৩৪. উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই ধারায় উল্লিখিত ৩২ নং ধারাটি কেবল একটি 'গোপনীয়তা ধারা'।

৩৫. উক্ত সত্তার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী দুটি পক্ষের মধ্যে চুক্তিতে, অর্থাৎ ২৮ নং ধারায় 'অ-একচেটিয়া' ধারার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। আবারও, দুটি কোম্পানি পৃথক আইনি সত্তা, পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে কোনও সাধারণতা নেই, বা প্রত্যক্ষ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ নেই - এই বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ব্যালেন্স শীট এবং লাভ ও ক্ষতির হিসাবও আলাদা ছিল। আরেকটি বিষয় যা জোর দেওয়া হয়েছিল তা হল এসভিপিএল-এর মুদ্রণখানা সেই প্রাঙ্গণ থেকে আলাদা স্থানে অবস্থিত ছিল যেখানে প্রকৃতপক্ষে ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছিল, যদিও স্বাভাবিকভাবেই, ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ বিসিসিএল, মুম্বাই-এর মতোই একই প্রাঙ্গণ-এ অবস্থিত অফিস থেকে হত। তবে, এটি বিতর্কিত নয় যে এসভিপিএল তার নিজস্ব খরচে বিসিসিএল, মুম্বাই-কে সংবাদপত্র/মুদ্রণ সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য মুদ্রণখানার সংলগ্ন পর্যাপ্ত আচ্ছাদিত স্থান দিয়েছিল। মুদ্রণের জন্য এসভিপিএল-কে যে অর্থ প্রদান করা হচ্ছিল তার মধ্যে প্যাকেজিং এবং স্টোরেজ অপারেশনের জন্য উপরোক্ত স্থান উপলব্ধ করার খরচ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩৬. প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী, আবারও, কোম্পানিগুলির মধ্যে কার্যকরী নির্ভরতার উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। টিপিএইচএল-এর ক্ষেত্রে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, বিসিসিএল-এর ম্যানেজার শ্রী সুনীল গুপ্ত কর্তৃক এসভিপিএল সম্পর্কিত কাগজপত্র, বন্ধের বিজ্ঞপ্তি সহ, স্বাক্ষর করার বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। আবারও, বিসিসিএল, মুম্বাই কর্তৃক এসভিপিএল-এর লেটারপ্যাডে আদেশ জারির বিষয়টি সাধারণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, যোগাযোগের প্রকৃতি এবং জারি করা আদেশগুলি থেকে বোঝা যায় যে তিনটিই একটি সংবাদপত্র প্রকাশের সাধারণ উদ্দেশ্যে কাজ করছিল।

৩৭. কার্যকরী অখণ্ডতার পরীক্ষার প্রয়োগ ব্যতীত উপরোক্ত বিষয়গুলি একা যথেষ্ট হত না, যা তাদের একই প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসাবে যুক্ত করেছিল।

৩৮. আমরা এখানে যোগ করতে পারি যে বিতর্কিত আদেশগুলিতে এটি খুব স্পষ্ট নয় যে বিসিসিএল, মুম্বাই নাকি বিসিসিএল, জয়পুরের উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে, পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এর তেমন তাৎপর্য নেই কারণ বিসিসিএল, জয়পুর স্বীকৃতভাবে বিসিসিএল, মুম্বাই-এর একটি শাখা অফিস।

৩৯. এসভিপিএল-এর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী কর্তৃক উত্থাপিত তথ্যগত আবেদনগুলির কারণে আমরা এই মামলাটি আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করেছি। আমরা আরও উল্লেখ করেছি যে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর দাখিল অনুসারে, উক্ত ইউনিটটি পরবর্তীতে অন্য একটি কোম্পানির সাথে একীভূত হয়েছিল, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪০. উপরোক্ত বিষয়গুলি সত্ত্বেও, তথ্যের সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপটে, তিনটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দিকগুলি পৃথক করার পরে, আমরা টিপিএইচএল-এর জন্য যে সিদ্ধান্তে এসেছি তার থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। আমরা বিশ্বাস করি যে এসভিপিএল এবং অন্য দুটি সত্তার কাজের প্রকৃতি কার্যকরী অখণ্ডতার পরীক্ষা পূরণ করে তা দেখায়। তারা বিভিন্ন আইনি সত্তা হতে পারে, বিভিন্ন পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডার রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হতে পারে, কিন্তু তিনটি সত্তার মধ্যে নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি এবং কার্যকারিতার অখণ্ডতা উপরে বর্ণিত তথ্য থেকে বেশ স্পষ্ট। প্রতিটি তথ্য একা চূড়ান্ত না হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে, আরপিএফসি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। আমরা এটি করছি, এই বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে যে আরপিএফসি-এর আদেশে নিঃসন্দেহে কিছু অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে, যা সর্বত্র নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে, আপিলকারীদের মামলা এই নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল যে এই তিনটি সত্তার সত্যিই বিসিসিএল, মুম্বাই-এর সাথে কোনও কার্যকরী অখণ্ডতা নেই। পরবর্তীতে যেমনটি উঠে এসেছে এবং আমাদের সামনে আগে স্বীকার করা হয়েছে; বিসিসিএল, জয়পুর বিসিসিএল, মুম্বাই-এর একটি ইউনিট এবং অন্য দুটি ইউনিটের এমন সংযোগ এবং নিয়ন্ত্রণ রয়েছে যা কার্যকরী অখণ্ডতার পরীক্ষাকে সন্তুষ্ট করবে তাতে সামান্যই সন্দেহ আছে।

৪১. উক্ত আইন একটি কল্যাণমূলক আইন হওয়ায়, আইনের কঠোরতা থেকে পাঁচ বছরের শৈশবকাল (যা পরে তিন বছরে কমিয়ে আনা হয়েছিল) বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র নতুন প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি সময় প্রদান করা, এবং উক্ত আইনের অধীনে দায় এড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরণের রুট তৈরি করার অনুমতি দেওয়া নয়।

উপসংহার:

৪২. সুতরাং, আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কোনও দ্বিধা নেই যে তিন আপিলকারীর ক্ষেত্রেই কার্যকরী অখণ্ডতা এবং উদ্দেশ্যের সাধারণ

ঐক্যের পরীক্ষা পূরণ করে, এবং তাৎক্ষণিক মামলার তথ্যে তা পূরণ করা হয়েছে।

৪৩. মামলাটি শেষ করার আগে আমরা আরেকটি দিক লক্ষ্য করতে পারি। বিতর্কিত আদেশগুলি থেকে উদ্ভূত দায়বদ্ধতা কী হবে, এ বিষয়ে আদালতের জিজ্ঞাসার জবাবে বলা হয়েছিল যে এটি প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার মধ্যে, যার জন্য পাঁচটি বিচারিক ফোরামকে এখন পর্যন্ত বিরক্ত করা হয়েছে। আরেকটি বিষয় হল এই বিষয়টি বহু বছর ধরে দীর্ঘায়িত হয়েছে এবং আরপিএফসি-এর জন্য একমাত্র উপায় হল উক্ত আইনের ১৪বি ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণ আরোপ করা, যা প্রাসঙ্গিক সময়ে মূল পরিমাণের দ্বিগুণ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করেছিল। এর নিট ফল হল গত ত্রিশ বছরেরও বেশি এই দীর্ঘ সময়কালে দায়বদ্ধতা কেবল দ্বিগুণ হবে। কেবলমাত্র একটি পরবর্তী আইনি সংশোধনী দ্বারা, যা এখন বাতিল করা হয়েছে, ১.৭.১৯৯৭ থেকে কার্যকর ৭কিউ ধারা প্রবর্তনের মাধ্যমে, বার্ষিক ১২ শতাংশ হারে সুদ প্রদানের বিধান করা হয়েছিল, যা স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্যতে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং, আপিলকারীরা এই ধরনের দায়বদ্ধতার প্রশ্নে লঘুভাবে অব্যাহতি পাচ্ছে, যার সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। এই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা বিসিসিএল, মুম্বাই-এর সাথে সহ-বিস্তৃত হবে।

৪৪. উপরোক্ত তথ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা তিন আপিলকারীর উপরই খরচ আরোপ করতে ইচ্ছুক, তবে বিভিন্ন পরিমাণে। যেহেতু দেওয়ানী আপিল নং ৪৪৭৫/২০১০-এর আপিলকারী বিসিসিএল, জয়পুরের কোনও মামলাই ছিল না, তাই আমরা সেই আপিলটি ৫০,০০০/- টাকা খরচের সাথে খারিজ করছি, এবং অন্য দুই আপিলকারীর উপর ২০,০০০/- টাকা করে খরচ আরোপ করছি।

৪৫. তদনুসারে আপিলগুলি খারিজ করা হলো।

নিধি জৈন আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক

এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen